পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ
৬৩, নেতাজী সুভাষ রোড, জেশপ বিল্ডিং,
কলকাতা - ৭০০ ০০১

স্মারক নং : ৪৯৮৫/পি.এন/ও/ ১/ ৪এ- ১/০৬ তারিখ : ১২.১২.২০০৮

প্রেরক:
ডঃ মানবেন্দ্র নাথ রায়
প্রধান সচিব,
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ

প্রাপক:
জেলা শাসক (সকল),

বিষয় : গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনের (২০০৭-০৮) [স্মারক নং : ৪৪৩৬/পি.এন/ও/ ১/ ৪এ- ১/০৬ তাং: ৪.১১.২০০৮] **ভিত্তিতে উৎসাহবর্ধক তহবিল প্রদান : স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনের নম্বর যাচাই প্রক্রিয়ার নির্দেশিকা**

মহাশয়/মহাশয়া,

আপনারা জানেন যে গত দুবছর ধরে গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনের নম্বর যাচাইয়ের ভিত্তিতে ব্লকের মধ্যে নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থা (প্রশ্ন নং ১-১৩) এবং সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহার (প্রশ্ন নং ১৪-২১) এই দুই বিভাগে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতকে উৎসাহবর্ধক তহবিল দেওয়া হচ্ছে। এই নম্বর যাচাইয়ের প্রক্রিয়াটিকে আরও বাস্তবসম্মত করার জন্য এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের পদাধিকারীদের এই প্রক্রিয়াটির সাথে গভীরভাবে যুক্ত করে তাঁদেরকে অন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজের ধরণ ও গুণমান জানার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এই নম্বর যাচাইয়ের প্রক্রিয়াটিকে পরিবর্তন করে একটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে দিয়ে অন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের নম্বর যাচাই করার ব্যবস্থা করা হল। এই যাচাই প্রক্রিয়ার বিস্তারিত নির্দেশিকা নীচে উল্লেখ করা হল।

১. কেবলমাত্র সেই সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিরই নম্বর যাচাই করা হবে –
   (ক) যারা ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে পূরণ করা প্রতিবেদন সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে জমা দিয়েছে; এবং
   (খ) যারা বর্ধিত সাধারণ সভায় সকলে মিলে আলোচনা করে স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন পূরণ করেছে এবং প্রতিবেদনের ৭৬ পাতায় সেই মর্মে শংসাপত্র দিয়েছে।
   গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির কাছ থেকে সাধারণ সভার কার্যবিবরণীর প্রতিলিপি চাইতে হবে এবং তা মূল স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনের সাথে যুক্ত করতে হবে।

২. যে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি আগের শর্তদুটি পূরণ করেছে তাদেরকে গ্রাম পঞ্চায়েতের দেওয়া মোট নম্বরের ভিত্তিতে পরপর সাজাতে হবে, সবচেয়ে বেশী নম্বর থেকে সবচেয়ে কম নম্বর এইভাবে।

৩. এইভাবে সাজানো গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে মাঝখান থেকে দুটি বিভাগে ভাগ করতে হবে – উপরের দিকের অর্ধেক গ্রাম পঞ্চায়েত 'এগিয়ে থাকা' গ্রাম পঞ্চায়েত (যারা বেশী নম্বর পেয়েছে) এবং নীচের দিকের অর্ধেক গ্রাম পঞ্চায়েত 'পিছিয়ে থাকা' গ্রাম পঞ্চায়েত (যারা কম নম্বর পেয়েছে)। যদি একটি ব্লকে বিজোড় সংখ্যার গ্রাম পঞ্চায়েত শর্তদুটি পূরণ করে থাকে তাহলে 'পিছিয়ে থাকা' বিভাগে একটি বেশী গ্রাম পঞ্চায়েত রাখতে হবে।

৪. এই 'এগিয়ে থাকা' গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির নম্বর পরীক্ষা করবে 'পিছিয়ে থাকা' গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি। সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নম্বর পরীক্ষা করবে সবচেয়ে কম নম্বর পাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েত, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নম্বর পরীক্ষা করবে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন নম্বর পাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এবং এইভাবে পর পর হবে। এটি নমুনা মাত্র। স্থানীয় অবস্থা অনুযায়ী যে কোনো 'এগিয়ে থাকা' গ্রাম পঞ্চায়েতের নম্বর যে কোনো 'পিছিয়ে থাকা' গ্রাম পঞ্চায়েত

পরীক্ষা করতেই পারে এবং কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের নম্বর কোন গ্রাম পঞ্চায়েত পরীক্ষা করবে সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক।

৫. ২১টি মূল বিষয়ের প্রত্যেকটি থেকে একটি করে প্রশ্ন বেছে নেওয়া হবে। ২১ বিষয়ে কেবলমাত্র এই ১টি করে প্রশ্নের নম্বরই যাচাই করা হবে। এই প্রশ্নের তালিকা আগে থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতকে জানানো হবে না। নম্বর যাচাইয়ের কয়েকদিন আগে প্রশ্নগুলি সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিককে জানিয়ে দেওয়া হবে। সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক যাচাইয়ের দিনে (১৪ ফেব্রুয়ারী ২০০৯) 'এগিয়ে থাকা' গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে এই ২১টি প্রশ্নের নম্বরের সমর্থনে প্রয়োজনীয় খাতাপত্র/কাগজপত্র সহ তাঁর অফিসে আসতে বলবেন।

৬. নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থায় ১৩টি প্রশ্নের নম্বর যাচাই করা হবে। এই ১৩টি বাছাই করা প্রশ্নের মোট নম্বর যাচাইয়ের পরে যে হারে পরিবর্তিত হল নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থায় ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট প্রাপ্ত নম্বরও সেই হারে পরিবর্তিত হবে। ধরা যাক ১৩টি বাছাই করা প্রশ্নের মোট নম্বর ছিল ৭০ এবং তার মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত নিজেকে ৫০ দিয়েছিল। এবং ১-১৩ নং প্রশ্নে মোট ২০০ নম্বরের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত নিজেকে ১৪০ দিয়েছিল। যাচাইয়ের পর ১৩টি বাছাই করা প্রশ্নের মোট নম্বর ৫০ থেকে কমে হল ৪০ অর্থাৎ ২০% কমে গেল। সেই অনুযায়ী ১-১৩ নং প্রশ্নের মোট নম্বরও ২০% কমে যাবে অর্থাৎ ১৪০ থেকে ২০% কমে গিয়ে ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের যাচাই পরবর্তী প্রাপ্ত নম্বর হবে ১১২ (১৪০-২৮)।

৭. সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহারে ৮টি প্রশ্নের নম্বর যাচাই করা হবে। এই ৮টি বাছাই করা প্রশ্নের মোট নম্বর যাচাইয়ের পরে যে হারে পরিবর্তিত হল সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহারে ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট প্রাপ্ত নম্বরও সেই হারে পরিবর্তিত হবে। ধরা যাক ৮টি বাছাই করা প্রশ্নের মোট নম্বর ছিল ৪০ এবং তার মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত নিজেকে ৩০ দিয়েছিল। এবং ১৪-২১ নং প্রশ্নে মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত নিজেকে ৭০ দিয়েছিল। যাচাইয়ের পর ৮টি বাছাই করা প্রশ্নের মোট নম্বর ৪০ থেকে কমে হল ৩০ অর্থাৎ ২৫% কমে গেল। সেই অনুযায়ী ১৪-২১ নং প্রশ্নের মোট নম্বরও ২৫% কমে যাবে অর্থাৎ ৭০ থেকে ২৫% কমে গিয়ে ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের যাচাই পরবর্তী প্রাপ্ত নম্বর হবে ৫২.৫ (৭০-১৭.৫)।

৮. গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি যেহেতু ভাবনাচিন্তা করে নিজের মূল্যায়ন করেছে, সেহেতু তাদের প্রদত্ত নম্বর বাড়ানোর কোনো সুযোগ নেই।

৯. যাচাই করে এই ভাবে নম্বর পরিবর্তনের পর নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থায় (১-১৩ নং প্রশ্ন) যে যাচাই করা গ্রাম পঞ্চায়েত ব্লকের মধ্যে সবচেয়ে বেশী নম্বর পেল তারা ৫০,০০০ টাকা (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) উৎসাহবর্ধক তহবিল পাবে। আর সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহারে (১৪-২১ নং প্রশ্ন) যে যাচাই করা গ্রাম পঞ্চায়েত ব্লকের মধ্যে সবচেয়ে বেশী নম্বর পেল তারা ৫০,০০০ টাকা (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) উৎসাহবর্ধক তহবিল পাবে।

১০. যদি এই রকম কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে যাচাই করার পর 'এগিয়ে থাকা' গ্রাম পঞ্চায়েতের সর্বোচ্চ নম্বর যাচাই না করা 'পিছিয়ে থাকা' গ্রাম পঞ্চায়েতের সর্বোচ্চ নম্বরের থেকে কম তাহলে 'পিছিয়ে থাকা' গ্রাম পঞ্চায়েতের যাচাই না করা নম্বরটিকে উপেক্ষা করতে হবে এবং যাচাই করা যে গ্রাম পঞ্চায়েতের নম্বর সবচেয়ে বেশী সেই গ্রাম পঞ্চায়েতটিই উৎসাহবর্ধক তহবিল পাবে। কেননা প্রথমে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে তাদের দেওয়া নম্বরের ভিত্তিতেই সাজিয়ে নিয়ে তার মধ্যে থেকে উপরের দিকের অর্ধেককে যাচাই করার জন্য বাছা হয়েছে। তাই যাচাই পরবর্তী পরিস্থিতি যাই হোক না কেন 'পিছিয়ে থাকা' গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে আর বিবেচনায় আনা যাবে না।

১১. 'পিছিয়ে থাকা' গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে চার জনের একটি দল 'এগিয়ে থাকা' গ্রাম পঞ্চায়েতের নম্বর পরীক্ষা করবেন। এই দলে থাকবেন (১) প্রধান, (২) উপ-প্রধান এবং (৩-৪) যে কোনো দুটি উপ-সমিতির সঞ্চালক (কোন দুটি উপ-সমিতির সঞ্চালক আসবেন তা প্রধান ঠিক করবেন)। 'এগিয়ে থাকা' গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে কাগজপত্র দেখানোর জন্য চার জনের একটি দল উপস্থিত থাকবেন। এই দলে থাকবেন (১) প্রধান, (২) উপ-প্রধান / যে কোনো একটি উপ-সমিতির সঞ্চালক (কে আসবেন তা প্রধান ঠিক করবেন), (৩) নির্বাহী সহায়ক এবং (৪) সচিব / কর্ম সহায়ক / সহায়ক (কে আসবেন তা প্রধান ঠিক করবেন)।

১২. সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক প্রত্যেকটি 'এগিয়ে থাকা' গ্রাম পঞ্চায়েতের নম্বর যাচাইয়ের সময় তাঁর অফিসের একজন আধিকারিককে পর্যবেক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করবেন।

১৩. জেলা শাসক যাচাইয়ের দিনে (১৪ ফেব্রুয়ারী ২০০৯) প্রত্যেকটি ব্লকে তাঁর জেলা ও মহকুমা স্তরের আধিকারিকদের মধ্যে থেকে একজন করে পাঠানোর চেষ্টা করবেন প্রক্রিয়াটি তদারকি করার জন্য।

১৪. রাজ্যজুড়ে সমস্ত ব্লকে **১৪ ফেব্রুয়ারী ২০০৯** তারিখে এই নম্বর যাচাইয়ের কাজটি হবে। জলপাইগুড়ি ডিভিশানের সমস্ত ব্লকে সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত এই যাচাইয়ের কাজ হবে। বর্ধমান ডিভিশানের সমস্ত ব্লকে দুপুর ১টা থেকে বিকাল ৩টে পর্যন্ত এই যাচাইয়ের কাজ হবে। প্রেসিডেন্সী ডিভিশানের সমস্ত ব্লকে বিকাল ৩টে থেকে সন্ধ্যা ৫টা পর্যন্ত এই যাচাইয়ের কাজ হবে।

১৫. এই দিনে (১৪ ফেব্রুয়ারী ২০০৯) নম্বর যাচাইয়ের প্রক্রিয়ায় রাজ্যস্তর থেকে সরাসরি লোকশিক্ষা সম্প্রচারের আর.ও.টি.-র মাধ্যমে সহায়তা দেওয়া হবে সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৫টা পর্যন্ত।

১৬. যাচাই করে প্রকৃত নম্বর কত হবে সেই নিয়ে দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে কোনো মতপার্থক্য বা বিরোধ দেখা দিলে তা নিরসনের জন্য উপস্থিত আধিকারিকগণ হস্তক্ষেপ করবেন। যদি বিরোধ নিষ্পত্তি না হয় তাহলে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১৭. কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হলে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অন্য গ্রাম পঞ্চায়েতকে দিয়ে এই নম্বর যাচাইয়ের প্রক্রিয়াটি বাতিল করে দেবেন এবং তিনি তাঁর নিজের আধিকারিকদের দিয়ে উপরে উল্লিখিত পদ্ধতিমত 'এগিয়ে থাকা' গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির নম্বর যাচাই করাবেন এবং গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির যাচাই পরবর্তী নম্বরের তালিকা জেলা শাসকের কাছে জমা দেবেন।

এই যাচাই প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য সঠিকভাবে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির কাছে তুলে ধরতে জেলা ও ব্লক স্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়ার জন্য আপনাকে অনুরোধ জানাই। এছাড়া যাচাই প্রক্রিয়ার সময় একটি সুন্দর পরিবেশ বজায় রেখে একে অপরের কাজকর্মের সাথে ভালভাবে পরিচিত হওয়ার এই সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে আবেদন জানাই।

আপনার বিশ্বস্ত,

মানবেন্দ্র নাথ রায়

(মানবেন্দ্র নাথ রায়)

স্মারক নং : ৪৯৮৫/ ১(৯)/পি.এন/ও/ ১/ ৪এ- ১/০৬ তারিখ : ১২.১২.২০০৮

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য দেওয়া হল :

১. মহাধ্যক্ষ, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, পশ্চিমবঙ্গ, পঞ্চায়েত ভবন, কলকাতা।

২. অধিকর্তা, রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থা, কল্যাণী, নদীয়া।

৩. সভাধিপতি, ... জেলা পরিষদ / মহকুমা পরিষদ (সকল)।

৪. অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক, ... জেলা পরিষদ / মহকুমা পরিষদ (সকল)।

৫. মহকুমা শাসক, ... মহকুমা (সকল)।

৬. জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক, ... জেলা (সকল)।

অনুলিপি সকল মহকুমা শাসক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিককে প্রেরণের অনুরোধ করা হল।

৭. সভাপতি, ... পঞ্চায়েত সমিতি (সকল)।

৮. সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ..... ব্লক (সকল)।

অনুলিপি সকল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে প্রেরণের অনুরোধ করা হল।

৯. প্রধান, ... (গ্রাম পঞ্চায়েত) (সকল)।

মধুমিতা রায়

(মধুমিতা রায়)
যুগ্ম সচিব